বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-১৩

১ম খন্ড

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (Duty Examption and Draw Back Office-DEDO) কার্যালয়, ঢাকা এর

রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ
এর ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-১৩

১ম খন্ড

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (Duty Examption and Draw Back Office-DEDO) কার্যালয়, ঢাকা এর

রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ
এর ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন		ক
২.	মহাপরিচালক এর বক্তব্য		খ
৩.	প্রথম অধ্যায়		১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ		৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য		৪-৬
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু		৬
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ		৬
৮.	অডিটের সুপারিশ		৬
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায় : অডিট অনুচ্ছেদসমূহ		৭
১০.	অনুচ্ছেদ নং ও আপত্তির শিরোনাম :		
	(১)	স্থানীয় ক্রয়/আমদানিকৃত উপকরণের মূল্যের উপর স্থানীয়/আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূসকের বিপরীতে চলতি হিসাবে গৃহীত কর রেয়াত সমন্বয় ব্যতীত ঐ উপকরণ ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানির বিপরীতে অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৫,৫১,৫০,৬৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	৯
	(২)	পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ জাহাজীকরণ (Shipped on board) দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ করায় ৬২,৪২,৯৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি	১০
	(৩)	রপ্তানিকৃত মাছ আহরণে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য রপ্তানিকৃত মাছের মূল্যের অধিক হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদানের কারণে ৩৭,১৬,১৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১১
	(৪)	শিপিং বিলে রপ্তানিকৃত পণ্যের ওজন এবং বিল অব লেডিং এ বর্ণিত একই পণ্যের ওজন ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও শুল্ক-মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২৪,৭২,৭৪৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১২
	(৫)	সমহার আদেশে বর্ণিত পণ্যের এইচ এস কোড এর সাথে রপ্তানিকৃত পণ্যের এইচ এস কোডের মিল না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৪১,৯৭,৪৩৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
	(৬)	রপ্তানিকৃত পণ্যের নাম সমহার আদেশে অন্তর্ভূক্ত না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১৫,৫৬,২১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৪
	(৭)	একই শিপিং বিল দ্বিতীয়বার প্রদর্শণ পূর্বক গ্যাস বিলের পরিশোধিত মূসক প্রত্যর্পণ করায় ১৪,৫২,৫১৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৫
১১.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর		১৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশনস) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশনস) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
১৬/০১/১৪২২
স্বাক্ষরিত
৩০/১২/২০১৫

তারিখ : ৩০/০৯/১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৩/০১/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডিউটি এক্সেম্পশন এন্ড ড্র ব্যাক অফিস - ডেডো) কার্যালয়, ঢাকা এর মাধ্যমে রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ এর ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা যথাক্রমে ১৪/০৮/২০১১ হতে ২৬/১০/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং ২৬/০৮/২০১২ হতে ০৪/১০/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে মোট ৭টি অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত ৭,৪৭,৮৮,৭০৮/- (টাকা সাত কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ আটাশি হাজার সাতশত আট মাত্র) টাকা সম্বলিত আলোচ্য অডিট রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব নমুনায়ণের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের নিরীক্ষার অগ্রিম অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ১০/০৬/২০১২ খ্রিঃ এবং ০৭/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ইস্যু করা হয়েছে। ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ এবং ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২/০৮/২০১২ খ্রিঃ এবং ১৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের যে সকল আর্থিক অনিয়ম এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উল্লিখিত সময়ের সমস্ত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের আর্থিক শৃঙ্খলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন ও যথাযথ অনুসরণ না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মাহতাব উদ্দিন)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
ফোন ঃ ৮৩১৬১৩০।

তারিখ : ১৬/০৯/১৪২২ বঙ্গাব্দ
৩০/১২/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	স্থানীয় ক্রয়/আমদানিকৃত উপকরণের মূল্যের উপর স্থানীয়/আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূসকের বিপরীতে চলতি হিসাবে গৃহীত কর রেয়াত সমন্বয় ব্যতীত ঐ উপকরণ ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানির বিপরীতে অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫,৫১,৫০,৬৫৮/-
২	পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ জাহাজীকরণ (Shipped on board) দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ করায় রাজস্ব ক্ষতি	৬২,৪২,৯৫৮/-
৩	রপ্তানিকৃত মাছ আহরণে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য রপ্তানিকৃত মাছের মূল্যের অধিক হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদানের কারণে রাজস্ব ক্ষতি।	৩৭,১৬,১৯০/-
৪	শিপিং বিলে রপ্তানিকৃত পণ্যের ওজন এবং বিল অব লেডিং এ বর্ণিত একই পণ্যের ওজন ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও শুল্ক-মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৪,৭২,৭৪৪/-
৫	সমহার আদেশে বর্ণিত পণ্যের এইচ এস কোড এর সাথে রপ্তানিকৃত পণ্যের এইচ এস কোডের মিল না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি	৪১,৯৭,৪৩৫/-
৬	রপ্তানিকৃত পণ্যের নাম সমহার আদেশে অন্তর্ভূক্ত না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৫,৫৬,২১০/-
৭	একই শিপিং বিল দ্বিতীয়বার প্রদর্শণ পূর্বক গ্যাস বিলের পরিশোধিত মূসক প্রত্যর্পণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪,৫২,৫১৩/-
	সর্বমোট=	৭,৪৭,৮৮,৭০৮/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর : ২০১০-১১ ও ২০১১-২০১২।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডিউটি এক্সেম্পশন এন্ড ড্র ব্যাক অফিস - ডেডো), ঢাকা এবং ০৬ টি বানিজ্যিক ব্যাংকের ০৯ টি শাখা।

ক্র/নং	ব্যাংকের নাম	শাখার নাম	অর্থ বছর
১	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	উত্তরা শাখা, ঢাকা	২০১০-১১
২	রূপালী ব্যাংক লিঃ	রমনা শাখা, ঢাকা	২০১০-১১
৩	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	পান্থপথ শাখা, ঢাকা	২০১০-১১
৪	জনতা ব্যাংক লিঃ	নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা	২০১০-১১
		লোকাল অফিস, ঢাকা	২০১১-১২
		এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা	২০১১-১২
৫	সোনালী ব্যাংক লিঃ	লোকাল অফিস, মতিঝিল, ঢাকা	২০১১-১২
		বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোঃ শাখা, ঢাকা	২০১০-১১
৬	ষ্টেট ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়া	মেইন শাখা, দিলকুশা, ঢাকা	২০১১-১২

নিরীক্ষার প্রকৃতি : আর্থিক ও নিয়মানুসরণ অডিট।

নিরীক্ষার সময় : ২০১০-১১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ১৪/০৮/২০১১ হতে ২৬/১০/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ২৬/০৮/২০১২ হতে ০৪/১০/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- পণ্য রপ্তানি পূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবী করা হয়েছে কিনা,
- পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি সংক্রান্ত সকল বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা,
- আমদানিকৃত উপকরণ মূল্যের উপর মূসক বাবদ গৃহীত রেয়াত সমন্বয় পূর্বক রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা,
- রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর শুল্ক মূসক প্রত্যর্পণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত উপকরণ যে বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে আমদানিকৃত সেই হারে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা,
- বিল অব এক্সপোর্ট বা শিপিং বিলে বর্ণিত পণ্যের সাথে রপ্তানিকৃত পণ্যের সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা,
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারিকৃত সমহার আদেশ অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি পূর্বক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা,
- রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রত্যর্পণ দাবীর ক্ষেত্রে দাখিলকৃত ডকুমেন্টসসমূহ পর্যাপ্ত এবং যথার্থ কিনা।

- রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টির পূর্ণরূপ :

I. EXP - Bill of Export

II. H.S Code - Hermonized System of Coding

III. B/L - Bill of Lading

IV. DEDO - Duty Exemption & Drawback Office

V. PRC - Proceeds Realization Certificate

VI. CD - Custom Duty

VII. B/E - Bill of Entry

VIII. L/C - Letter of Credit

IX. VAT - Value Added Tax

X. IMP - Import

অডিট সম্পাদন : **২০১০-১১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা দল :—**

১। জনাব উত্তম কুমার দে, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, দল প্রধান।

২। জনাব মোঃ কুদ্দুছ মোল্লা, এস এ এস সুপার, সদস্য।

৩। জনাব মীর মাহবুব, এস এ এস সুপার, সদস্য।

৪। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, এস এ এস সুপার, সদস্য।

২০১১-১২ অর্থ বছরের নিরীক্ষা দল :—

১। জনাব তানভির আক্তার হোসেন খান, উপ পরিচালক, দল প্রধান।

২। জনাব জয়েশ্বর চন্দ্র সরকার, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার।

৩। জনাব মোঃ ইয়াহিয়া, এস এ এস সুপার।

৪। জনাব মোঃ বাবুল আক্তার, অডিটর।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সম্পৃক্ত :

- জনাব এ এস এম সোহরাব হোসেন, উপ-পরিচালক।

তত্ত্বাবধান : জনাব কমলেশ চন্দ্র রায়, পরিচালক।

সার্বিক তত্ত্বাবধান : জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দিন, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু : আলোচ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে :

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যর্পিত অর্থের যথাযথ মনিটরিং না করা।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রত্যর্পণ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকা।
- প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য না থাকা।
- প্রত্যর্পণের পূর্বে পূর্ববর্তী বছরে আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়ন পত্র না থাকা।
- প্রত্যর্পণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের হিসাব প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসের সাথে সংগতিসাধন (Reconciliation) না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক শুল্ক প্রত্যর্পণ এর ক্ষেত্রে যথাযথ মনিটরিং না থাকা।

অডিটের সুপারিশ :

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যর্পিত অর্থের মনিটরিং করা আবশ্যক। যথাসময়ে সমহার আদেশ জারি করা এবং সমহার আদেশ অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি ও প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা আবশ্যক। রপ্তানিকৃত পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণ সমূহের উপর আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াত সমন্বয় করার বিষয়টি যাচাই করা আবশ্যক। শিপিং বিল জারির সাথে সংগতি রেখে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পণ্য জাহাজীকরণ করার বিষয়টি ডকুমেন্টস দ্বারা সমর্থিত কিনা তা যাচাইকরণসহ শিপিং বিলে প্রদর্শিত পণ্যের সাথে বিল অব লেডিং ও অন্যান্য রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসের সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং- ১

শিরোনাম ঃ **স্থানীয় ক্রয়/আমদানিকৃত উপকরণের মূল্যের উপর পরিশোধিত মূসকের বিপরীতে গৃহীত মূসক রেয়াত সমন্বয় ব্যতীত একই উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৫,৫১,৫০,৬৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

আপত্তির বিবরণ ঃ মহা পরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ সনের এবং প্রাইম ব্যাংক লিঃ, উত্তরা শাখা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ সনের মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় ক্রয়/আমদানিকৃত উপকরণের মূল্যের উপর পরিশোধিত মূসকের বিপরীতে গৃহীত মূসক রেয়াত সমন্বয় ব্যতীত একই উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৫,৫১,৫০,৬৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯/১১/১৯৯২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং-২৫/মূসক/৯২ এর ৫(গ) উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক যে রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে তার বিপরীতে কোন রেয়াত প্রাপ্য নয়।

- মেসার্স আর্টিজান সিরামিক্স লিঃ আগষ্ট/২০০৮ হতে জুন/২০১১ সময়ের মধ্যে স্থানীয় ক্রয়/আমদানিকৃত উপকরণের মূল্যের উপর পরিশোধিত মূসকের বিপরীতে চলতি হিসাবে এন্ট্রির মাধ্যমে ৪,১৮,২১,১১৯/৩৩ টাকা রেয়াত গ্রহণ করে। উক্ত উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে তার বিপরীতে গৃহীত মূসক রেয়াত সমন্বয় ব্যতীত প্রাইম ব্যাংক লিঃ, উত্তরা শাখা, ঢাকা কার্যালয় হতে অনিয়মিতভাবে ১,৭৩,০৯,৬৫৫/- টাকা মূসক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করে।

- মেসার্স মুন্নু সিরামিক্স লিঃ ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২,০৯,৪৯,৯২৯/- টাকা উপকরণ মূসক রেয়াত গ্রহণ করে। কিন্তু উক্ত গৃহীত রেয়াত সমন্বয় ব্যতীত সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা হতে রপ্তানির বিপরীতে একই পরিমাণ অর্থ অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করে।

- মেসার্স শাইন পুকুর সিরামিক্স লিঃ ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২,৬০,৮৩,২৯০/- টাকা উপকরণ মূসক রেয়াত গ্রহণ করে উহা সমন্বয় ব্যতীত সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা হতে রপ্তানির বিপরীতে ঐ পরিমাণ অর্থ অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করে। এতদ্সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উত্থাপনের পর অডিটকালীন সময়ে ৯১,৯২,২১৬/- টাকা সমন্বয় (চলতি হিসাবের পৃষ্ঠা নং ০২১, তারিখ ঃ ৩০/০৯/২০১২) করে। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান গৃহীত নীট প্রত্যর্পণ ১,৬৮,৯১,০৭৪/- টাকা সমন্বয় ব্যতীত অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করেছে।

ফলে প্রতিষ্ঠান তিনটি কর্তৃক গৃহীত রেয়াত সমন্বয় না করে অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করায় সরকারের (১,৭৩,০৯,৬৫৫+২,০৯,৪৯,৯২৯+১,৬৮,৯১,০৭৪)= ৫,৫১,৫০,৬৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ সাধারণ আদেশ ২০/মূসক/৯২ তারিখ-১৯/১১/১৯৯২ অনুযায়ী চলতি হিসাব সমন্বয়ের জন্য যথারীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়েছে। দাবীকৃত অর্থ আদায় হলে তা অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।

অডিট অফিসের মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট দাবীনামা নোটিশ জারি করাই যথেষ্ট নয়। কাজেই প্রত্যর্পণকৃত ৫,৫১,৫০,৬৫৮/- টাকা মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২২/০৮/২০১২ এবং ১৩/০৬/২০১৩ তারিখে আধা সরকারি পত্রে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৫,৫১,৫০,৬৫৮/- (টাকা পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত আটান্ন মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করত: প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনাম ঃ **পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ জাহাজীকরণ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ করায় ৬২,৪২,৯৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

আপত্তির বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ৪টি ব্যাংক (এক্সিম ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, নিউ মার্কেট শাখা এবং সোনালী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা) এর সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট/শিপিং বিল জারির পূর্বেই বিল অব লেডিং দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক বাবদ প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৬২,৪২,৯৫৮/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের **পরিশিষ্ট "ক (১-২)"** তে প্রদত্ত হল।

অনিয়মের কারণ ঃ রপ্তানিকৃত পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত পরীক্ষা করে বিল অব এক্সপোর্ট/ শিপিং বিল জারির পর উক্ত পণ্য জাহাজীকরণ করা (Shipped on board) হয় । বিল অব লেডিং হচ্ছে জাহাজের কাপ্তান কর্তৃক প্রদত্ত বহন পত্র/চালানী রশীদ যা শিপিং বিল জারির পর পাওয়া যায়।

- শিপিং বিলের পূর্বে বিল অব লেডিং (বি-এল) এ পণ্য জাহাজীকরণ দেখানোর ফলে রপ্তানির সঠিকতা প্রমাণিত হয় না। এ ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানির সঠিকতা নিশ্চিত না হওয়া সত্ত্বেও শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান অনিয়মিত হয়েছে এবং এর ফলে সরকারের ৬২,৪২,৯৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ যাচাই বাছাই পূর্বক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অডিট অফিসের মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তব যাচাই প্রতিবেদনের পূর্বে রপ্তানি পণ্যের (Shipped on board) জাহাজীকরণের কোন সুযোগ নেই। কাজেই প্রত্যর্পণকৃত ৬২,৪২,৯৫৮/- টাকা মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক। উল্লেখ্য, আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২২/০৮/২০১২ এবং ১৩/০৬/২০১৩ তারিখে আধা সরকারি পত্রে বিষয়টি সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত ৬২,৪২,৯৫৮/- টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করত: প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৩

শিরোনাম	ঃ	**রপ্তানিকৃত মাছ আহরণে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য রপ্তানিকৃত মাছের মূল্যের অধিক হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদানের কারণে ৩৭,১৬,১৯০/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
আপত্তির বিবরণ	ঃ	মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রপ্তানিকৃত মাছ আহরণে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য রপ্তানিকৃত মাছের মূল্যের অধিক হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদানের কারণে ৩৭,১৬,১৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের **পরিশিষ্ট "খ"** তে প্রদত্ত হল।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৮/৩/২০০৮খ্রিঃ তারিখের সমহার আদেশ নং-১৬/মূসক/২০০৮ এর ২(৩) উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক ব্যবহৃত জ্বালানীর মূল্য রপ্তানিকৃত মাছের মূল্যের অধিক হলে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত ক্ষেত্র সমূহে জ্বালানীর মূল্য রপ্তানিকৃত মাছের মূল্যের অধিক হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৩৭,১৬,১৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	সংশ্লিষ্ট নথি সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক নথিতে পৃথকভাবে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের মূল্য রপ্তানিকৃত মাছের মূল্যের অধিক হয় নি। বিষয়টি ট্রলার/ভয়েজ ভিত্তিক নয়।
অডিট অফিসের মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক নয়। যেহেতু শিপিং বিল বা বিল অব এক্সপোর্ট ভয়েজ বা ট্রলার ভিত্তিক জারি করা হয়েছে সেহেতু ব্যবহৃত জ্বালানীর মূল্য এবং রপ্তানিকৃত মাছের মূল্য ট্রলার/ভয়েজ ভিত্তিক না হওয়ার কোন অবকাশ নেই। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২২/০৮/২০১২ তারিখে আধা সরকারি পত্রে বিষয়টি সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায় নি। কাজেই প্রত্যর্পণকৃত ৩৭,১৬,১৯০/- টাকা মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত ৩৭,১৬,১৯০/- টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করত: প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৪

শিরোনাম ঃ **শিপিং বিলে রপ্তানিকৃত পণ্যের ওজন এবং বিল অব লেডিং এ বর্ণিত একই পণ্যের ওজন ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও শুল্ক-মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২৪,৭২,৭৪৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

আপত্তির বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে রূপালী ব্যাংক লিঃ, রমনা শাখা, গুলিস্তান, ঢাকা কার্যালয়ের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শিপিং বিলে বর্ণিত রপ্তানিকৃত পণ্যের ওজন এবং জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে উক্ত একই পণ্যের ওজন ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে শুল্ক-মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২৪,৭২,৭৪৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের **পরিশিষ্ট "গ"** তে প্রদত্ত হল।

অনিয়মের কারণ ঃ উল্লেখ্য যে, পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শিপিং বিলে রপ্তানিকৃত পণ্যের ওজনের সাথে বিল অব লেডিং এ বর্ণিত ঐ একই পণ্যের ওজনের মধ্যে পার্থক্য/ ভিন্নতর থাকার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিপিং বিল ও বিল অব লেডিং এ প্রদর্শিত একই পণ্যের ওজন ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও শুল্ক-মূসক বাবত ২৪,৭২,৭৪৪/- টাকা প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ বিষয়টি যাচাই পূর্বক পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অডিট অফিসের মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। প্রত্যর্পণকৃত ২৪,৭২,৭৪৪/- টাকা মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২২/০৮/২০১২ এবং ১৩/০৬/২০১৩ তারিখে আধা সরকারি পত্রে বিষয়টি সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ২৪,৭২,৭৪৪/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম	ঃ	**সমহার আদেশে বর্ণিত পণ্যের এইচ এস কোড এর সাথে রপ্তানীকৃত পণ্যের এইচ এস কোডের মিল না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৪১,৯৭,৪৩৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
আপত্তির বিবরণ	ঃ	মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রপ্তানি বিভাগ, ঢাকা এর নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সমহার আদেশে বর্ণিত পণ্যের এবং রপ্তানীকৃত পণ্যের এইচ এস কোড (হারমোনাইজড সিস্টেম অব কোডিং) মিল না থাকা সত্ত্বেও শুল্ক করাদি প্রত্যর্পণ করায় ৪১,৯৭,৪৩৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের **পরিশিষ্ট "ঘ"** তে প্রদত্ত হল।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ১৩ মোতাবেক পাটজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর পরিশোধিত শুল্ক করাদি প্রত্যর্পণের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমহার আদেশ নং- ২৮/মূসক/২০০৮ তারিখঃ ২৬/১০/২০০৮খ্রিঃ এবং সমহার আদেশ নং-২৫/মূসক/২০০৯ খ্রিঃ তারিখঃ ০২/১২/২০০৯খ্রিঃ তে বর্ণিত পণ্যের H.S Code এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের H.S Code মিল না থাকা সত্ত্বেও শুল্ক করাদি প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করায় ৪১,৯৭,৪৩৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। কেননা সারাবিশ্বের একই আমদানিকৃত পণ্য/রপ্তানিকৃত পণ্যের H.S Code অভিন্ন থাকে। এ ক্ষেত্রে H.S Code ভিন্নতর হওয়ার কোন অবকাশ নেই। সমহার আদেশে উল্লিখিত পণ্য ও রপ্তানিকৃত পণ্য ভিন্ন হওয়ায় H.S Code ও ভিন্ন। কাজেই সমহার আদেশে উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য পণ্য রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	যাচাই পূর্বক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
অডিট অফিসের মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক নয়। প্রত্যর্পণকৃত ৪১,৯৭,৪৩৫/- টাকা মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৩/০৬/২০১৩ তারিখে আধা সরকারি পত্রে বিষয়টি সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায় নি।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৪১,৯৭,৪৩৫/- (টাকা একচল্লিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করত: প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম ঃ **রপ্তানিকৃত পণ্যের নাম সমহার আদেশে অন্তর্ভূক্ত না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১৫,৫৬,২১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

আপত্তির বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ সনের হিসাব অডিটকালে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রপ্তানি বিভাগ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এবং জনতা ব্যাংক লিঃ, রপ্তানি বিভাগ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন জুট মিলস সমূহের রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিকৃত পণ্যের নাম (জুট ব্যাগ) সমহার আদেশে অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১৫,৫৬,২১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের **পরিশিষ্ট "ঙ(১-২)"** তে প্রদত্ত হল।

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর স্মারক নং- ৩৫/মুসক/২০১০ তাং-১৯/৮/২০১০ এবং শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) ঢাকা এর আদেশ নং- ০২/মূসক/২০১০ তাং-১৯/৭/২০১১ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ১৩ উপধারা ৩ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক রপ্তানিতব্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর পরিশোধিত শুল্ক করাদির উপর সমহার নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে জুট ব্যাগ (Jute Bag) না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ যাচাই পূর্বক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অডিট অফিসের মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। প্রত্যর্পণকৃত ১৫,৫৬,২১০/- টাকা মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৩/০৬/২০১৩ তারিখে আধা সরকারি পত্রে বিষয়টি সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ১৫,৫৬,২১০/- (টাকা পনের লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত দশ মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করত: প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৭

শিরোনাম ঃ **একই শিপিং বিল দ্বিতীয়বার প্রদর্শণ পূর্বক গ্যাস বিলের পরিশোধিত মূসক প্রত্যর্পণ করায় ১৪,৫২,৫১৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

আপত্তির বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ সনের প্রত্যর্পণ পরিশোধ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, একই শিপিং বিল দ্বিতীয়বার প্রদর্শণ পূর্বক গ্যাস বিলের পরিশোধিত মূসক প্রত্যর্পণ করায় ১৪,৫২,৫১৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের **পরিশিষ্ট "চ"** তে প্রদত্ত হল।

অনিয়মের কারণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের এস আর ও নং-১৫৭/ আইন/ ২০০৫/ ৪৪৮ মূসক তাং- ৯/৬/২০০৫ ইং মোতাবেক মূসক নিবন্ধিত শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রপ্তানি পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বিলের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের ৮০% প্রত্যর্পণ প্রাপ্য। তবে নির্ধারিত ফরমে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির সমর্থনে শিপিং বিলের নম্বর ও তারিখ উল্লেখ পূর্বক নির্দিষ্ট গ্যাস বিলের পরিশোধিত মূসক প্রত্যর্পণের জন্য একবার আবেদন করা যায় এবং প্রত্যর্পণ প্রদানের পর উক্ত শিপিং বিল বাতিল বলে সীল মোহরযুক্ত করতে হয়। কিন্তু আপত্তিকৃত নথিসমূহে একই শিপিং বিল দ্বিতীয়বার প্রদর্শণ পূর্বক গ্যাস বিলের পরিশোধিত মূসক প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করায় ১৪,৫২,৫১৩/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধিত হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ প্রত্যর্পণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান একই শিপিং বিল একই তারিখে ২টি আবেদনের সাথে দাখিল করেছে। একটিতে মূলকপি, অন্যটিতে ফটোকপি। আবেদন দুটি একই তারিখে নিস্পত্তি করা হয়েছে। বাতিলকৃত শিপিং বিল দিয়ে অন্য নথিতে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয় নি। এ পরিদপ্তরের সাধারণ আদেশ নং-০১/ডেডো/ ২০০৯ তাং-১০/৫/০৯ ইং মোতাবেক শিপিং বিল চাওয়া হয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন চলছিল কি না এবং রপ্তানি হচ্ছে কি না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। পণ্য রপ্তানির ছয়মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণের আবেদন করা হয়েছে এবং প্রত্যর্পণ প্রদান সঠিক আছে বিধায় আপত্তিটি প্রত্যাহারযোগ্য।

অডিট অফিসের মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। প্রতিটি আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত বিল অব এক্সপোর্টের মাধ্যমে রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে দাবীকৃত মাসের বিলের গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী আবেদনে দাবীকৃত মাসের বিলের গ্যাস দ্বারা একই বিল অব এক্সপোর্টের মাধ্যমে রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় নি বিধায় প্রর্ত্যপণ প্রাপ্য নয়। এ ছাড়াও গৃহীত মূসক রেয়াতের উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃতপক্ষে রপ্তানি হয়েছে কিনা তা শিপিং বিলের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় নি বিধায় স্থানীয় অফিসের জবাব বিবেচনার অবকাশ নেই। কাজেই আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৭/০১/১৩ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১০/০২/১৩ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৩/০৬/১৩ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ফলে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক প্রমানক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ১৪,৫২,৫১৩/- (টাকা চৌদ্দ লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশত তের মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মাহতাব উদ্দিন)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৮৩১৬১৩০।

বাঃসঃমুঃ-২০১৪-১৫/৫৫৪০কম/এ—৭৫০ বই, ২০১৫।